তারিখ 07 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

সংবাদ

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবির নেতার নেতৃত্ব গঠিত বিতর্ক চর্চা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে বসা আওয়ামীপন্থি বলে দাবিদার দুই শিক্ষক অধ্যাপক মতিউর রহমান ও ড. তুহিন ওয়াদুদ। গোল চিহ্নিত ছবিটি শিবির নেতা আসাদের -সংবাদ

রংপুর বেরোবিতে শিবির নেতার অনুষ্ঠানে আওয়ামীপন্থি দুই শিক্ষক

তোলপাড়, তদন্ত দাবি

জেলা বার্তা পরিবেশক রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবির নেতার 'বিতর্ক চর্চা কেন্দ্র' এর উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে দুই আওয়ামী পন্থি শিক্ষকের যোগদানসহ শিবিরের কর্মকান্ডে ইন্ধন দেয়া নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন মহল ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ নিন্দা জ্ঞাপনসহ বিষয়টি নিয়ে অতিদ্রুত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা না নিলে দুর্বার আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে।

জানা গেছে, গত ২৫ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক চর্চা কেন্দ্র নামের একটি সংগঠনের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মতিউর রহমান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলা বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ উপস্থিত থেকে সংগঠনের উদ্বোধন করেন। সংগঠনটির আহবায়ক হিসেবে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছাত্র শিবির রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা আসাদ হোসেন অনুষ্ঠানে অতিথিদের বসার চেয়ারের সারিতে শিক্ষকদের সাথে বসে ছিলেন। তার সভাপতিত্বেই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক চর্চা উদ্বোধনের নামে শিবিরের চিহ্নিত ক্যাডারকে সংগঠনের আহবায়ক করা হয়। উক্ত শিবির ক্যাডারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে বড় ধরণের নাশকতার পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে ছাত্রলীগ দাবি করে। এমনকি শিবির ক্যাডারকে কতিপয় শিক্ষক বিভিন্ন সহযোগিতা করাসহ পাশে বসিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টাও করা হচ্ছে বলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে একাধিক আওয়ামী পন্থী শিক্ষক ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিশ্ববদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষকদের ভেতরেই জামায়াত শিবিরের আখড়া রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ৩১ আগস্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ কর্তৃক আয়োজিত ক্যাম্পাসের ক্যাফেটেরিয়ায় আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রংপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রেজাউল করিম রাজু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভিতরে আওয়ামীলীগে লেবাস লাগিয়ে থাকা সুবিধাভোগী জামায়াত শিবিরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে প্রতিহত করতে ছাত্রলীগের প্রতি আহবান জানান।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মাহমুদ হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক বঙ্গবন্ধুর নাম ব্যবহার করে আওয়ামীলীগের লেবাস ধারণ করে জামায়াত শিবিরের কর্মকান্ডে ইন্ধন দিয়ে আসছে। বাইরে এসব শিক্ষক আওয়ামীলীগ পন্থী দাবি করলেও গোপনে মূলত এরা স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জামায়াত শিবিরের এজন্ডা বাস্তবায়ন করছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে নীরব ভূমিকা পালন করছে।

অভিযোগের বিষয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদের সাথে রোববার রাতে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, ওই সভায় তিনি যোগদান করেছিলেন সত্যি তবে ছাত্র শিবির করে কিনা তা তার জানা নেই।তাছাড়া সেটা কোন রাজনৈতিক সভা ছিলনা বলে জানান। ছাত্রলীগের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন কেউ তাকে এ ব্যাপারে কোন কিছু বলেনি। অপরদিকে অধ্যাপক মতিউর রহমানের সাথে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।